বাংলাদেশের চাল আর্সেনিক ঝুঁকিমুক্ত

গত ১ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত "ভাত নিরাপদ নয়, চালে রয়েছে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান আর্সেনিক" শীর্ষক খবরটির প্রতি ব্রি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

আর্সেনিক একটি মৌলিক পদার্থ। প্রকৃতিতে ইহা জৈব এবং অজৈব অবস্থায় থাকে। অজৈব আর্সেনিক জৈব আর্সেনিকের চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। চালে থাকে জৈব আর্সেনিক যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। তবে বিষক্রিয়ার মূলনীতি অনুযায়ী "মাত্রাতিরিক্ত সকল কিছুরই বিষক্রিয়া থাকবে"।

বিগত নব্বই-এর দশকে এদেশে আর্সেনিক নিয়ে অনেক তোলপাড় হয়। তখন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে ব্যাপকভিত্তিক যৌথ গবেষণা শুরু করে।

দীর্ঘ ১০ বছরের বেশি সময় ধরে যৌথ গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, এ দেশের চালে আর্সেনিক সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক কম। প্রাথমিকভাবে মাটি ও পানিতে তীব্র আর্সেনিকপ্রবণ এলাকা– ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফরিদপুর, সাতক্ষীরা, সোনারগাঁও এলাকায় এ গবেষণা পরিচালিত হয়। পরে আরো বিস্তৃতরূপে এ গবেষণা কার্যক্রম তিন স্তরে– ১. মাইক্রো লেভেল, ২. উপজেলা লেভেল এবং ৩. ন্যাশনাল লেভেলে পরিচালিত হয়। উক্ত গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, চালে আর্সেনিকের পরিমাণ যথাক্রমে ০.৩১, ০.৩০ এবং ০.২১ মিলিগ্রাম/কেজি (পিপিএম)। অথচ চালে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা ১.০০ মিলিগ্রাম/কেজি (পিপিএম)। উপর্যুক্ত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকবৃন্দ নিশ্চিত হন যে, চালে যে পরিমাণ আর্সেনিক রয়েছে তা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর নয়।

এ প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকেরও বেশি জনগোষ্ঠীর মূল খাদ্য যেখানে ভাত, সেখানে এ ধরনের একটি বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রচার করে জনমনে ভীতি সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকার জন্য ব্রির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হলো।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

BANGLADESH RICE RESEARCH INSTITUTE

www.brri.gov.bd